অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থ ভাগ | ১৬ ভাদ্র বৃহস্পতিবার সন ১২৭৮ সাল। ৩১ আগষ্ট ১৮৭১ খৃঃ অব্দ | ২৯ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

প্রতিবাদ—আমরা শুনিলাম ষ্টীকেন সাহেবের প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের প্রতিবাদ করিয়া বোম্বাইয়ের বারিষ্টারেরা আবেদন করিয়া ছেন এবং কলিকাতার বারিষ্টারেরা সত্বর প্রতিবাদ করিবেন।

মৃত্যু—বিখ্যাত দেশ হিতৈষী জমিদার বাবু জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমাদের দেশের কি দুর্ভাগ্য হইয়াছে যে যাহা কর্ত্তৃক আমরা কিছু প্রত্যাশা করি তিনি কোন না কোন কারণে ভগ্নোদ্যম হইতেছেন। দিগম্বর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মৃত্যু হওয়ায় আমরা ভারি ক্ষতি গ্রস্থ হইয়াছি। জয় কৃষ্ণ বাবুর পুত্র শোক পাওয়াতে আমরা বিশেষ ক্ষতি গ্রস্থ বোধ করিলাম। তবে তাহাদের ন্যায় বড় লোকেরা সম্ভবতঃ ঐহিকের শোক দুঃখে অভিভূত হইবেন না।

মন্বান্তরের ঔষধ—চীন দেশে একটি পরমোপকারী পদ্ধতি প্রচলিত আছে। মন্বন্তর নিবারক উদ্ভিজ্য শ্রেণী নামক এক খানি গ্রন্থের সহস্র ২ খণ্ড রাজা বৎসর ২ প্রজাদিগকে বিতরণ করেন। ইহাতে প্রায় চারি শত বন্য বৃক্ষের মানচিত্র আছে এবং এই সকল বৃক্ষ প্রয়োজনানুসারে খাদ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। চীন দেশের জন সংখ্যা এত অধিক যে, কথায় কথায় সেখানে মন্বন্তর হইবার সম্ভাবনা এবং রাজা তন্নিবারণার্থে এই সদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট সভ্যতার নিমিত্তে গৌরব করিয়া থাকেন, কিন্তু চীন দেশের রাজার ন্যায় দুর্ভিক্ষ হইতে দেশ রক্ষা করিবার কোন কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন কি? এদেশে মন্বান্তর উপস্থিত হইলে আমাদের সামান্যাবস্থাপন্ন লোকেরা খেজুরের আটি চুর্ণ, বাঁশের ফুলের সাঁস এবং অন্যান্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গবর্ণমেণ্ট কেন চীন দেশের রাজার ন্যায় উদ্ভিজ্যের মান চিত্র সম্বলিত গ্রন্থ না করেন?

জলবৃদ্ধি—আমরা যে রূপ জল বৃদ্ধির কথা শুনিতেছি তাহাতে এবৎসর বিস্তর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমরা শুনিলাম কৃষ্ণনগরের উত্তর অঞ্চল জল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে এবং লোকে জিনিস পত্র গোরু বাছুর লইয়া পলায়ন করিতেছে। জলের স্রোতে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের অনেক গুলি পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বাণাঘাটের ওদিকে আর গাড়ী চলিতেছে না। মালের গাড়ী একেবারে বন্দ হইয়া গিয়াছে। চাকদহা হইতে যশোহর পর্য্যন্ত রাস্তার অনেক স্থল ভাসিয়া গিয়াছে, কোথাও কোথাও শাঁক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বন গ্রামের নৌকায় পুলের ৫ খানি নৌকা ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং নদিতে এক্ষণ খেয়া পড়িতেছে। ঝিকার গাছার পুলের নিচ দিয়া বড় নৌকা গমনাগমন করিতে পারিতেছে না, জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে নৌকা গেলে পুলে ঠেকে। অনেকে শঙ্কা করিতেছে যে পুল পাছে ভাঙ্গিয়া যায়। যশোহরের নিম্নে ভৈরবেও বিস্তর জল বৃদ্ধি হইয়াছে। সেখানে নীল গঞ্জের পুলের নিম্নে বৃহত এক খণ্ড দাম আটকাইয়া যাওয়ায় পুলের নিম্নে দিয়া নৌকা গতায়াত করিতেছে না।

পুস্তকপ্রাপ্তি-আমরা নিম্নোক্ত পুস্তক গুলি প্রাপ্ত হইয়াছি (১) সুরধনী কাব্য রায় দিনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণিত (২) নির্ব্বাসিতা সীতা বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণিত (৩) Trinity Controversy in India, Christian Repentant, a Parody বাবু গোষ্ঠ বিহারিমল্লিক প্রণিত 14th annual Report, of the BaraBazar Family literary club.

রুসিয়া—ইংলণ্ড হইতে তারে সম্বাদ আসিয়াছে যে "প্রসিয়া ইনদি ইষ্ট" নামক এক খানি পুস্তক সেখানে বাহির হইয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে প্রিন্স বিসমার্ক এই রূপ কল্পনা করিতেছেন যে প্রশিয়রা রুসীয় দিগের সঙ্গে যোগ করিয়া আসিয়াখণ্ডে প্রবেশ করিবেন এবং প্রশিয়া মিসোর, ট্রাণ্টী, ও আণ্টোয়ার্প এবং রুসিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিবেন। এই পুস্তক প্রকাশ হইয়া ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে ভারি গোল উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি পাওনিয়ারে "আমরা কেমন করিয়া ভারতবর্ষ হারাইলাম" এই শিরষকে একটি প্রস্তাব প্রকাশ হয় এবং তাহাতেও লেখক বলেন যে রুসিয়ারা ভারতবর্ষ অধিকার করিবে। এপ্রস্তাবটিতেও এখানে ভারি গোল হয়। প্রশিয় ফ্রান্স যুদ্ধ অবধি ইংলণ্ডের এমন ভয় হইয়াছে যে সপ্নে ও "প্রশিয়া রুশিয়া" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। ইংলণ্ড ফ্রান্সকে সাহায্য না করায় মহা পাপ করিয়াছেন এবং এপাপের প্রায়শ্চিত্ত পরিণামে যাহাই দিতে হউক এক্ষণ সদায় সশঙ্কিত থাকায় কেবল তাহারই ফল ভুগিতেছেন।

পিপেলস্ এসোসিয়েসন—ইহার বিষয় অনেকে শুনিয়াছেন, ইহা সংস্থাপনের জন্য অনেকে মনোযোগী হইয়াছেন, কিছু দিন হইল এই সম্বন্ধে কতক গুলী প্রধান লোক জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটিতে একটি সভা করেন।

অত্যাচার—আমরা শুনিলাম বন গ্রামে খিয়ার পাটনি লোকের উপর ভারি অত্যাচার করিতেছে।

আমাদিগের লেফেটনেণ্ট গবর্ণর পূর্ব্ব বাঙ্গলায় যাইবার সময় গড়ুই ব্রিজ দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হন, এবং তাহার নিচে কিছু ক্ষণ অবস্থিতি করিয়া আহারাদি করেন।

অসভ্যজাতি—পঞ্জাবের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে দারা গাজি খাঁ নামক একটি জেলা আছে সেখানে বেলুচীয় এক জাতি অবস্থিতি করে এবং এসিষ্টেণ্ট কমিশনার ব্রুস সাহেব তাহাদের সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন। ইহারা ভারি সত্য প্রিয়। ইহাদের মধ্যে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে "খবর কি" জিজ্ঞাসা করে এবং যে যাহা শুনিয়াছে কি দেখিয়াছে উহা বর্ণন করা তাহাদের একটি সম্মানের কাজ সুতরাং কেহ মিথ্যা গল্প রটনা করিলে অন্যের দ্বারা উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং এই নিমিত্ত মিথ্যা বলায় তাহাদের কোন ফল নাই কিন্তু তাহাদের এই অসাধারণ গুণটি ইংরাজ দিগের শাসন প্রভাবে ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। যাহা হউক এক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আপনাদিগের প্রধানের নিকট মিথ্যা কথা বলে না। তাহারা যুদ্ধ বিগ্রহে কি আত্ম কলহে প্রাণপণে শত্রু নির্যাতন করে কিন্তু তাহারা কখনই স্ত্রীলোকের কি বালকের শরীরে হস্ত অর্পণ করে না। কোন শত্রু উপস্থিত হইতেছে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পাইলে পুরুষেরা ধন সম্পত্তি লইয়া পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করে। স্ত্রীও বালকেরা কোথাও যায় না। শত্রু পক্ষেরা আসিয়া দেখে যে তাহাদের শিকার পলায়ন করিয়াছে তাহারা স্ত্রীলোক দিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিয়া, হুকায় তামাক খাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেখানে কোন অনিষ্ট করে না। শত্রু দলের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে গমনাগমন করে তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি গ্রস্থ হয়না। স্ত্রী জাতির চরিত্র বিষয়ে তাহারা ভারি সন্দিগ্ধ চিত্ত। কোন স্ত্রীকে পর পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে দিখিলে তাহারা উভয়কে বধ করে। তাহারা পুরুষকে বধ করিয়া স্ত্রীকে আশু হত্যা দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিতে আদেশ করে এবং সেও সেই আদেশানুসারে কাজ করে।

বনগ্রাম—সেখানকার মুন্সেফের কার্য্য সম্বন্ধে এক জন লিখিয়াছেন যে "মুন্সেফ বাবু বলেন যে দশ আইনের ডিক্রী জারির মকর্দ্দমার তামাদির এক মাস মিয়াদ মালক্রোক পরওয়ানা জারি হইতে গণনা হইবে এবং যে সমুদয় দশ আইনের মকর্দ্দমার বিচার ডিপুটি কলেক্টরেরা পূর্ব্বে করিয়াছেন, তাহার ছানি বিচার তিনি নিজে করিতেছেন এসমুদয় বেআইনি কার্য্য বলিলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না।

সেসকরের নিমিত্ত আবার ক্রন্দন।

আমাদের রাজ নৈতিক আকাশ ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, আমাদের ক্রমে হতাশ হইতে হইতেছে, ক্রমেই আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে। আমরা যে একদিন রাজ নৈতিক যুদ্ধে জয় লাভ করিব, আমাদের আধিপত্য যে রাজ পুরুষ গণ এক দিন অনুভব করিবেন, সে আশা আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করিয়া ছিল না, রাজ পুরুষেরা যত স্বেচ্ছাচারিত্ব, যত অত্যাচার, যত পক্ষপাতিতা করিয়াছেন কিছুতেই আমরা হত উৎসাহ হই নাই, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমাদের হেম্মত কমে নাই। ইংরাজেরা আমাদের প্রতি এক একটী অত্যাচার করিয়াছেন, আর আমরা নির্জ্জনে বসিয়া হাসিয়াছি, এবং বলিয়াছি নৈসর্গ কখন কিছু ভুল করেন না, কখনই তিনি কিছু বিস্মৃত হন না। ইংরাজেরা এক একটী স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার দেখাইয়াছেন আর আমরা নির্জ্জনে বসিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছি আর বলিয়াছি, ঈশ্বর এত দিন পরে আমাদের প্রতি কটাক্ষ পাত করিলেন। তাহারা আমাদের হৃদয় এক একটী সিঙ্গা রক্ত শোষণ করিবার নিমিত্ত বসাইয়াছেন আর সহস্র ধারে আমাদের হৃদয়ে শোণিত প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু এত দিন পরে আমরা দেখিলাম যে আমাদের আশা কেবল নৈরাশের জন্যেই হইয়াছিল, আমরা যে গণনা করিয়াছিলাম সে গণনা বাতুলের স্বপ্ন। আমরা যখনই কোন মঙ্গল আশা করিয়াছি, তখনই ইংরাজ দিগের মহত্বে সদাশয়, এবং স্বাধীনতা প্রিয়তার উপর আমাদের আশালতা রোপণ করিয়াছি। ইংরাজেরাই একাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং যখন তাহাদের এক জন আমাদিগকে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন তখনই আর একজন আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সে ইংরাজেরা বুঝি আমাদের ভাগ্যে লুপ্ত হইয়াছেন। আমরা আজ কয়েক মাসের মধ্যে এক এক করিয়া কত আঘাত পাইলাম এবং আমাদের অদৃষ্ট ক্রমে কি ইংরাজেরা সকলেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? সেস বিল যখন উপস্থিত হইল, তখন আমরা আ[illegible] উপর একটু নির্ভর করিয়া ছিলাম না, তাহারা যে দরিদ্র প্রজা কুলের মঙ্গলের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইবেন আমাদের সে আশা কখনই হয় নাই; কিন্তু তথাচ আমরা সেস বিলের বিষয় যখন চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে ইহাতে প্রজা কুলই নির্মূল হইবে, তখন আমরা দম্ভ করিয়া বলিলাম যে কখনই গবর্ণমেণ্ট এ আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। আমাদের তখন নীল হাঙ্গামার সময়ের কথা মনে পড়িল, সেই সময় মহৎ ইংরাজেরা যে রূপ বিক্রম ও উৎসাহ দেখান সে কথা সব মনে পড়িল, মিশনারি গণ কেমন করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে নানা রূপ গ্লানি কষ্ট অত্যাচার সহ্য করিয়া প্রজাকে রক্ষা করেন তাহা সব মনে পড়িল, মহাত্মা লং সাহেবের কারাবাসের কথা মনে পড়িয়া আমাদের চক্ষের জল পড়িল, মহাত্মা গ্রান্ট ইডিন, সিটনকর প্রভৃতির কথা মনে পড়িল, আমাদের নিরপেক্ষ কোন২ ইংলিস সম্বাদ পত্রের কথা মনে পড়িল, আরও কত কথা স্মরণ পথারূঢ় হইল এবং সেই নিমিত্ত আমাদের এত দম্ভ হইল। আমাদের আর একটি দম্ভের কথা মনে পড়িল। আমরা অনেক দিন অবধি ক্যাম্বেল সাহেব প্রজার বন্ধু এই সুখ্যাতির কথা শুনিয়াছিলাম এবং ভাবিলাম তবে আর আমাদের ভয় কি? আমাদের দম্ভের কারণ এই মাত্র ছিল না, আর একটি বলবৎ কারন ছিল এবং সে কারণটি এক্ষণও আছে। আমরা জানি ইংলণ্ডের ইংরাজেরা তত নীচাশয় নন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত মনের সহিত ইচ্ছা করেন যে ইংরাজেরা ভারত বর্ষের মঙ্গলের নিমিত্তই ভারতবর্ষ শাসন করেন। আমাদের আরও একটী কারণ ছিল এবং সব কারণও যদি মিথ্যা হয় সেটি. কখনই মিথ্যা হইবেনা। আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি। তিনি কাঙ্গালের বন্ধু, অনাথের আশ্রয়। এদেশের প্রজাকুল বড় দীন হীন, নিতান্ত কাঙ্গাল এবং সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। ইহা দিগকে তিনি কখনই পরিত্যাগ যে করিবেন না আমাদের এ আশা দৃঢ়। তিনি মাঝে মাঝে তাহা দিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তিনি ভিন্ন কে তাহা দিগকে নীল কুঠিয়াল গণের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতে পারিত? আমাদের দম্ভের এত গুলি কারন ছিল কিন্তু তথাচ সেসকর বসিল, সেস করের কার্য্য আরম্ভ হইল, দেশে আগুন লাগিল এবং সত্বর ছারখার যাইতে চলিল। প্রজার যে বিষম বিপদ উপস্থিত তাহা সকলেই জানেন, সেস বিল যে প্রজা কুলের হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিবে তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু তথাচ কেহ তাহাদের জন্যে এক বিন্দু চক্ষের জল নিক্ষেপ করিলেননা, কেহ তাহাদের নিমিত্ত একটু আহা তুতু করিলেননা তাহাদিগকে দুইটী শান্তনা বাক্য যা কেহ বলিলেন অথবা এমন এক জন লোক আমরা দেখিলামনা ! যে তাহাদের এই দুঃখের কথা গুলি গবর্ণমেণ্টের নিকট সবিশেষ বলেন। পৃথিবীর লোক যে এত স্বার্থ পর তাহা আমরা আগে বুঝিয়া ছিলামনা। ইনকম ট্যাকসের নিমিত্ত এক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরাজ দিগের, আমা দিগের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের চীৎকার থামে নাই, এক্ষণও তাহারা অত্যাচার, অত্যাচার, বলিয়া গগণ আচ্ছন্ন করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টের অপরাধ যে যাহার আয় ২৫০ টাকা তাহার নিকট হইতে শতকরা একটাকা হারে ট্যাকস লইতেছেন, কিন্তু প্রজাদিগের পক্ষে সেস কর দ্বারা কি ভয়ানক অত্যাচার হইবে! যাহার অতি সামান্য আয় তাহাকেও এই কর দিতে হইবে এবং সে কি ভয়ানক হারে, শত করা একটাকা হারেনা ৩৷/ হারে! এ কর আবার গবর্ণমেণ্ট আদায় করিবেন না, জমিদারেরা সংগ্রহ করিবেন। সুশিক্ষিত এসেসরেরা সংগ্রহ করিবেননা, অশিক্ষিত দুই তিন চারি টাকার বেতনের জমিদারের চাকরেরা আদায় করিবে, যাহা হউক আমরা যখন দেখিলাম যে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রজাকে বলিদান দিয়া আপনাদিগের গ্রহ শান্তি করিলেন তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সম্বাদ পত্রে সেস বিল লইয়া তুড়পাড় হইবে, কিন্তু এদেশে অতিঅল্প লোকের ধর্ম্ম জ্ঞান আছে। তাহারা এক্ষণও ইনকম ট্যাকস লইয়া ব্যস্ত কিন্তু যে দল বরাবরি প্রজার বন্ধু বলিয়া গৌরব করিতেন যাহারা নীল হাঙ্গামার সময় প্রজাকে লইয়া রাজদরবার করেন তাহাদের অযত্ন শৈথিল্য দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। আমরা ইংরাজ দিগের অত্যাচার চিরকাল দেখিয়া থাকি তাহাতে আমাদিগকে দুঃখিত বই হতাশ করিতে পারেনা ধনাঢ্যব্যক্তিরা সকল দেশেই স্বার্থপর, তাহাদের অযত্নে কি শৈথিল্য আমাদিগকে হতাশ করিতে পারিতনা, এ দেশী ইংরাজ সম্বাদপত্র স্বার্থের দাস, তাহাদের কার্য্যে আমরা তত মনক্ষুণ্ণ হই না; কিন্তু এদেশের যুবকেরা-যাহারা আমাদের বল ভরসা, যাহারা আমাদের অন্ধের যষ্টি, যাহাদের মুখের দিকে দীনহীন প্রজারা সকাতরে নিরীক্ষণ করিতেছে— তাহাদের ঔদাস্য, শৈথিল্য দেখিয়া আমরা হত জ্ঞান হইয়াছি, হতবুদ্ধি হইয়াছি, আমরা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।

লেফটেনেণ্ট গবরণর

আমাদের বর্ত্তমান লেফটেনেণ্ট গবরণর সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কত মতই প্রকাশ হইল এবং তিনি যে রূপ হুলুস্থূল লাগাইয়াছেন তাহাতে কোন কালে যে তাঁহার সম্বন্ধে কোন মত সাব্যস্ত হয় তাহা আমরা বলিতে পারিনা। তিনি প্রথম ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া লবণের শুল্ক বৃদ্ধি বিষয়ে ভারি গরম হইয়া উঠেন, আবার তাহার পরক্ষণে সভ্য গণের যুক্তি দ্বারা বশীভূত হন তিনি যে খড়ে আগুণে জ্বলার ধাতুর মানুষ ইহা দ্বারায় আমরা প্রথম জানিতে পাই। তিনি গবরণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় ইনকম ট্যাকস সম্বন্ধীয় তর্কে যেরূপ স্বাধীনতা ও সাহস দেখান তাহাতে আমরা ভারি আহ্লাদিত

হই ক্যাম্বেল সাহেবকে যাহারা পূর্ব্বাবধি জানেন তাহারাই তাহাকে বড় স্বাধীন বলিয়া সুখ্যাতি করেন ব্যবস্থাপক সভায় ও তিনি তাহারইপরিচয় দেন। ক্যাম্বেল সাহেবের আর একটি সুখ্যাতি ছিল। তিনি প্রজার বন্ধু লেস বিল পূর্ব্ব হইতে উত্থাপিত হয়।গ্রেসাহেব ইহার বিপক্ষে দাণ্ডায়মান হন। ক্যাম্বেল সাহেবের স্কন্ধে উহার বিধিবদ্ধের ভারপড়িল। যতদূর সম্ভব তিনি তাহাতে জানিলেন যে প্রজার উপর উহা দ্বারা কত নিষ্পীড়ন হইবে,তিনি প্রজার বন্ধু এবং সম্ভবতঃ তিনি আইন বিধি বদ্ধ করিবার সময় মনে মনে কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন যে ইহাতে প্রজায় উচ্ছিন্ন যাইবে। কিন্তু তথাচ অনায়াসে তিনি এইআইনটী পাস করিলেন। শুদ্ধ পাস না, পাস করিয়াই বাঙ্গলার প্রধান প্রধান জেলাতে উহা প্রচার করিলেন। তিনি প্রজার বন্ধু হইয়া এমন নিষ্পীড়ক আইন কেমন করিয়া বিধিবদ্ধ করিলেন এবং করিয়াই বা কেমন করিয়া উহা অবিলম্বে জারি করিলেন। সম্ভাবতঃ তিনি এটী অনিচ্ছার সঙ্গে করিয়াছেন। ষ্টেটসেক্রেটারির ও গবরর্ণর জেনারেলের হুকুম। তিনি কি করেন। তবে কি ক্যাম্বেল সাহেব কেবল আপন অধীন দিগের প্রতি স্বাধীনতা দেখান? গ্রেসাহেবকে ত ষ্টেট সেক্রেটরি কি লড মেও ইচ্ছার বিপরীত কাজ করাইতে পারেন নাই? ক্যাম্বেল সাহেবের স্বাধীনতা. নাই কি তিনিপ্রজার বন্ধু সে মিছেকথা? তাহার আর একটী কলঙ্ক থাকে। তিনি বাঙ্গালি বিদ্বেষী এবং সেটীতিনি উত্তম দেখাইতেছেন। ইংরাজেরা প্রকৃত পক্ষে শিক্ষদান ভিন্ন আর কোন উপকারই আমাদের একাল পর্য্যন্ত করেননাই। তিনি আসিয়া তাহারই প্রতি প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষা বিভাগ হইতে ৮০ হাজার টাকা কর্ত্তন করিয়াছেন, বহরমপুর কালেজ উঠাইয়া দিলেন এবং হুগলি কৃষ্ণনগর কালেজ ও উঠাইবেন প্রকাশ করিয়াছেন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা স্বেচ্ছা চারি রাজ পুরুষগণের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছে। লডলরেন্স ও লর্ড মেও অনেক দিন অবধি শিক্ষা বিভাগের মুলে আঘাত করিবার যত্ন করিতেছেন। কিন্তু পারিয়া উঠিয়া ছিলেননা। ক্যাম্বেল সাহেব এবার সেটী সুসিদ্ধ করিলেন কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেব কি শুনেন নাই যে উচ্চতর শিক্ষা লইয়া এদেশে কি ভয়ানক গোলহয় এবং ষ্টেটসেক্রেটরি এসম্বন্ধে কি বলেন। তাহা জানিয়া শুনিয়া তিনি যে শিক্ষা বিভাগের উপর আঘাত করিতেছেন ইহাতে তাহাকে আমরা অদূরদর্শী না দুঃসাহসে বলিব। অথবা তাহার গোড়ায় বল আছে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহায় করুন। উনবিংশ অব্দের শেষে বিজ্ঞান জ্যোতি নির্ব্বান করা সাধ্য কি?। এ অবলা প্রজাকুলের উপর সেসকর বসাননা, শিক্ষা বিভাগে হাত দিলে তিনি ঠকিবেন তিনি কলেজ বন্ধকরিতে পারেন কিন্তু শিক্ষা বন্ধ করা অসম্ভব। ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটির পদটি তিনি কি করিয়া তুলেন তাহা জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু বাঙ্গালি কেন, তাহার বাঙ্গলার সকলতার উপরবিদ্বেষ। বোর্ডের উপর তিনি যে রূপ কড়া পত্র লিখেন, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেকটারের প্রতি তিনি যে রূপ ব্যবহার দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি যে কাহার উপর সদয় তাহা আমরা এক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিনাই। তাহার হৃদয়ের প্রকৃতি যে কি তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই। জেল সম্বন্ধে তাহার প্রস্তাব পড়িলে আমাদের মনে ভয়হয়। দিনাজপুরের মুনসফেয় অপরাধ কি, এবং যে সামান্য অপরাধ হইয়া থাকে তন্নিমিত্ত হাইকোর্ট তাহাকে ক্ষমা করার অনুরোধ করেন তথাচ তাহার দোষশান্তি হইলনা। তিনি তাহাকে বরতরফ করিলেন। তিনি এখানে সবে মাসছয়েক পদার্পণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাই কিস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। ফল তিনি যতই করুন তাহা কর্ত্তৃক দেশের যত অমঙ্গলই হউক আমাদের এক্ষণও সন্দেহ আছে তিনি কেমন লোক। তিনি যে একগুঁয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিছু কর্ত্তৃত্ব ভালবাসেন তাহারও কোন সন্দেহ নাই, বাঙ্গালি সম্বন্ধে তিনি এপর্য্যন্ত যে রূপ ভাব দেখাইয়াছেন তাহাতে তাহাদিগকে তিনি যে তত রত নন তাহাও কতক নিসন্দেহ বলিয়া বোধহয় কিন্তু তিনি বাঙ্গলার অনিষ্ট করিবেন সেই উদ্দেশে এসমুদয় করিতেছেন, না যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিতেছেন। লড মেওর অধীন অনেক গুলি দেশ, তাঁহার কাহারও উপর ভাল বাসা কাহারও উপর অভালবাসা থাকিতে পারে। কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেব বাঙ্গলার সাক্ষাৎ শাসন কর্ত্তা তাহার সবে বাঙ্গলা শাসন করিতে হয়, এমন স্থানে স্বভাবত বাঙ্গলার উপর আপন দেশ বলিয়া ভাল বাসার উদ্রেক হইবারই সম্ভবনা। তাহার প্রকৃতি কি অস্বাবিক হইবে? তিনি জানেন বাঙ্গলার চারিকোটী লোকের ঐহিক পারত্রিকের সমুদয় সুখ শান্তি বিধাতা তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন তিনি জানিতেছেন যে তাহাদের আর উপায় অন্তর নাই। তিনি ইহাও জানেন যে আমরা লড মেওর বিষ দৃষ্টে পড়িয়াছি এবং তিনি পরিত্যাগ করিলে আমাদের দুর্গতির শেষহইবে। গ্রেসাহেব কেন এই মস্ত চাকুরি পরিত্যাগ করিলেন তাহাও তিনি জানেন এবং ইহা স্বত্বে তিনি যে বাঙ্গলার অনিষ্ট উদ্দেশে সমুদয় কাজ করিতেছেন আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিনা। ঈশ্বর করেন তাহার অজ্ঞতার জন্যেই তিনি যেন এ সমুদ ভুল করিতে ছেন। তিনি দীর্ঘকাল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে রাজশাসন কার্য্যে ব্যপৃত থাকেন, শাসন প্রণালী সম্বন্ধে তাহার অনেক সংস্কার সেখানে জন্মিয়াছে। এবং তিনি সে সমুদর সংস্কার দ্বারা কাজ আরাম্ভ করিয়াছেন। বোধহয় যখন দেখিবেন যে বাঙ্গলায় ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অনেক বিভিন্ন তখন তিনি এসমুদয় অনিষ্টকর কার্য্য প্রণালী পরিত্যাগ করিবেন। তাহার ইহা ত্যাগ না করার কোন কারণই নাই। অন্যায্য শাসনে রাজ্য বিশৃংখল হয় ও শাসন কর্ত্তার শান্তি থাকেনা, বিশেষতঃ ক্যাম্বেল সাহেব এটিও মনে করিবেন আমাদের ক্ষতি করায় তাহার কি ইষ্ট। তিনি পাঁচবৎসর বই এখানে থাকিবেন না এবং ইহার নিমিত্ত কেন কলঙ্কের ডালি মাথায় করিবেন। হয়ত লড মেও তাহাকে কি বুঝাই দিয়াছেন কিন্তু তিনি নির্ব্বোধ না, তাহার সত্বর চৈতন্য হইবে।

জন সঙ্খ্যা।

বাঙ্গলার জন সংখ্যা লইবার ভার বিবর্লি সাহেবের উপর অর্পিত হইয়াছে ইণ্ডিয়ান গবর্নমেণ্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, একদিনে কি একরাত্রে সমুদয় দেশের জন সংখ্যা লওয়া হইবেনা তবে ১লা নবেম্বার হইতে ১লা মার্চ্চেরমধ্যে যে কোন সময়ে এইটি গণনা দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে বাঙ্গলায় কত ঘর, কত নৌকা আছে এবং নৌকা ঘরের মধ্যে কত লোক অবস্থিতি করে এবং প্রত্যেক গ্রামের এই রূপ একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া ১৮৭২ সালের ১৫ ই মার্চ্চের মধ্যে বিবারলী সাহেবের আফিশে অর্পিত হইবে। যে স্থলে মউনিসিপালটী আছে সেখানকার জন সংখ্যা যদি এই সময় ভ্রম শূন্য করিয়া লইবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বিভারলী সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে। যে ফারমে জন সংখ্যা লওয়া হইবে তাহাতে এই কয়টী লস্তা থাকিবে।

১ ম। গৃহের সংখ্যা।

২ য়। দ্বাদশ বর্ষের অধিক বর্ষ বয়স্ক পুরুষের নাম।

৩ য়। ধর্ম্ম ও শ্রেণী।

৪ র্থ। জাতী।

৫ ম। ব্যবসায়।

৬ ম। বার বর্ষেয় অধিক বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীলোকের সংখ্যা।

৭ ম। বার বর্ষের অনধিক বর্ষ বয়স্ক বালকের সংখ্যা

৮ ম। বার বৎসর বয়স্কা বালিকার সংখ্যা।

৯ম। সমুদয় মনুষ্যের সমষ্ঠি।

জনসংখ্যার প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিক বিজ্ঞান উন্নতি এবং তালিকা লিখিত তত্ত্ব গুলি দ্বারা তাহার সম্পুর্ণ সহায়তা করিবে সে বিষয়ে সন্দেহের স্থল। সামাজিক বি

সঙ্গে মনুষ্যের ঐহিক পারত্রিকের সুখের সঙ্গে অতি নৈকট্য সম্বন্ধ যাহা হউক আমরা বারান্তে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

Mr Stephen's Evidence Bill—The order of the day is to codify and systematize. And nowhere is the experiment more easy than in India, where the governing body is all in all, the people a nonentity, and popular voice unable to make itself felt in the Council Chamber. It is said, that a total want of arrangement characterizes the English Law of Evidence; and yet the business both civil and criminal of one of the first empires in western Europe is being carried on by means of that law and will be carried on until the people should feel dissatisfied with its working and cry for a change. The case with us is different, and it is deeply to be regretted that it should be so. Formerly we had less legislation and more attention paid to the customary law of the country; now we have all sorts of legislative projects and speculations; a reference to the statute book is sufficient to show that our legislative car is moving too fast and many a time in the wrong direction. Mr Maine spoke the truth when he said that we want a government of law, not one of discretion. But the tendency of recent legislation is in the opposite direction. The most remarkable instance of it, the like of which we have not seen for a long time, is Sections 140 to 48, and 158 of the new draft. Struck as we are, by the impropriety of these provisions in a progressive community, we are astounded at the reasons assigned for their enactment. Because government has not chosen to supply any trained Judges, the untrained and therefore ignorant Judges are to be armed with despotic powers "to enable them to act efficiently and promptly as the representatives of the people". Here is progress with vengeance. It shows, as if the supreme council are determined to repress the rising bar of this country by putting a premium on official ignorance. Is there no honour and professional ettiquete amongst our advocates and pleaders that such a legislation should be required to restrain them? Is there no public spirit, ready and willing, to protest against such declarations in high places? Is this the way, by which the bar, to which Mr Stephen belongs, has been raised to the deserved eminence it now occupies? The Judges, whom Mr Stephen, would arm with this despotic powers, include all sorts of Judges,—magistrates, commissioners, arbitrators—from the presidency towns to the backwoods of the muffosil. Is there publicity enough to check their vegaries and despotism? Have we a powerful press, an ever-watching and intelligent public opinion, a homogenous social organization, a strong check of any kind to counterpoise the certain tendencies of an irresponsible despotism.? We have none of this. We have just now the nucleus of a strong native bar at the presidency, and the chief towns in the interior, are beginning to profit by the change. Our High Courts have always done its best to foster a true spirit of independence, but the legislature seems inclined to go a thousand years behind, and give us now a paternal "untrained", judicial administration, armed with enormous power, to put down gentlemen learned in the law, of whom the "untrained" judges are said to be sorely afraid. Really we should have hardly believed the thing, had we not seen it in print' but we hope the vice-regal council may yet see its way through the mess which it has itself wilfully created.

The So-called Burrisal Guns—During the prevalence of the south east monsoon and rainy seaon, certain peculiar sounds whiich may be likened to the distant report of cannons or sound detonations, are heard in the several districts of Jessore, Backergunge and Furreedpore situate in Lower Estern Bengal, travelling apparently from the direction of the sea-board, with which most of our readers are doubtless familiar and which have been popularly denominated the Burrisal Guns. This physical phenomenon, if we may be permitted to so call it, has been ascribed to various causes by different people, but nothing difinite appears to be known regarding its origin; and, it still continues to puzzle the intelligent, who are at a loss to satisfactorily account for it and to enlighten the ignorant, who, failing to elicit information as to how it is produced, attribute it to supernatural agency.

We have now great pleasure and satisfaction in announcing that, this deplorable state of ignorance on the subject is not likely to be allowed to be protracted much longer, inasmuch as the *Asiatic Society* of Bengal have at last taken up the enquiry into it in right earnest; and, the physical Science Committee of that body, through their secretary, Colonel Temiant Shave circulated Observations Forms in the districts abovenamed, with the view of acquiring a mass of reliable and accurate information regarding the so--called Burrisal Guns, which is absolutely indispensable to enable them to attempt the elucidation of the phenomenon with any chance of success.

Perhaps our readers may be interested to know how the pending investigation has been brought about so we shall proceed to very briefly detail the facts in connection therewith.

The subject of the Burrisal Guns was for the first time *prominently* brought to the notice of the *Asiatic Society* by Mr. Henry F. Blanford, meteorological Reporter to the Government, whose attention was called to it in an official communication from Mr. James Rainey of Khoolneah, and which letter being read, at a Meeting of the *society*, a rather animated discussion ensued, in which the President, the Hon'ble Mr. Phear, and, certain members, Messrs. Westland, Dall, Blanford and Rájendra Làl Mitra, took part *Vide Pro. As. Soc.* August 1870. This was followed soon after by two letters from Messrs. Pellow and Rainey further discussing the subject, *Vide Pro. At. Soc.* nov. 1870.

We most heartily wish the enquiry into the *vexata questio* every success, as such a consummation would gratify the legitimate curiosity of the educated, and at the same time dissipate the imaginary fears of the uneducated and superstitious..

The Income Tax Minute—The Income tax minute is a very interesting document. We have read every line of it with intense interest. It has amused, instructed and encouraged us. Every line of it contains a writhing satire expressed admirably in Official language upon the collectors of the tax, and we doubt not it has thrown the Board into a profuse perspiration. How naively and innocently does the Lieutenant governor express himself in the following lines:—

> There are no incomes in the highest class; so lawyers appear not to make the enormous income sometimes supposed. But in the next highest class, as incomes of Rs. 10,000 to Rs. 1,00,000 we have the following startling results of the column showing number of person assessed:—
>
> Minister of religion ... 58
> Legal practitioners ... 17
> Medical practitioners ... 0
>
> This would make it appear that *religion, is much more lucrative than law after all.* Even the greater rigidity of conscience in making returns which may be assumed in the former case does not sufficiently account for the difference. *Medicine as a lucrative profession, is nowhere. Nota single medical man in Calcutta or anywhere else seems to make by practice so much as* Rs 10,000 *per annum.* I should like to know whether the Board can throw any light on these singular results."

We will await with great interest what the Board replies to these strictures. The Lieutenant governor mischievously anticipates the only reply that could be given under the circumstances and says that the greater rigidity of conscience will not account for the difference. The point to which the Lieutenant governor directs the attention of the Board next is the oppression practised upon cultivators. His Honor says; "as distinguished from 25,483 'proprietors and sub-proprietors' and 13,463 tenants, it appears that so many

as 34,375 more 'cultivators' have been assessed to a tax on incomes of not less than Rs 500 per annum, thus beating the traders who number 33,308" The Lieutenant governor next observes :—

"I should then have expected that in this country of very small holdings, cultivators would have been almost entirely free of income tax, instead of being the most numerous class assessed. *The impression left on my mind is, that they are over-assessed as compared to other classes.* I am therefore not surprised to find that in the Boards report of 18th July 1870 (No. 116A), it is stated that the income tax falls with the greatest severity on the class of ryots and agriculturists; that it is among this class that the greatest discontent is felt in connection with this mode of taxation: that among them more than others a strong and bitter feeling has been excited by the tax, and that instances have been brought to the notice of a Member of the Board in which cultivators threaten to migrate to Nepal, where there is no income tax "

We endorse every word of the above. The income tax falls with the greatest severity upon the poor, the ignorant and wretched Ryots of Bengal. Thirtyfour thousand cultivating Ryots with incomes above 500 Rs per annum. We can only say we have never seen such a Ryot in our life. We doubt whether we have ever seen a cultivating Ryot with an income of 300 Rs per month. The zemindar would assuredly never leave any Ryot unmolested with such a large income. *We believe all these thirty four thousand men have unjustly assessed.* The question naturally comes to our mind, why are the people oppressed ? Why is money cruelly extorted from poor men who ought not to have been troubled by visit of the Assessor ? The taxes do not go into the pockets of the Assessors, and why do they then outrage humanity by plundering wretched people for the benefit of others ? Are they compelled to put aside their humanity by their commissioners but neither do the taxes go into the pockets of the commissioners. The motive of the robber can be understood, he robs to serve himself but why does the cruel Assessor rob and why do his superiors wink at his proceeding ? Undoubtedly a notion prevails that the gratest robber will be best rewarded by the Government, and hitherto Government has done nothing to contradict such a notion but that does not sufficiently account for the depravity of the tax collectors. Have the Officials, we mean: the Collectors, Commissioners and Members of the board combined amongst themselves to make this just and equitable tax unpopular ? The Europeans official and non--Officil hated the income tax for obvious reasons and have the former combined amongst themselves to make the tax unpopular a amongst Natives by over and unjust assessments ? If this be their motive they have no doubt met with a good deal of success. Natives do loudly complain from one end of the country to the other against this tax which was originally intended to fleece fat Europeans. The Assessors are the parties generally blamed. We think this to be very unjust. It is not their interest to make the tax unpopular, but it is the interest of their superiors. Then again the notion above alluded to why is such a notion allowed to prevail at all ? Do not the Collectors pull the ears of the Assessors who cannot show a large collection ? Let all these influences cease to exert their influence and the oppression shall cease along with it. While writing a letter on this subject reaches our hand. It would appear from the letter that the government has exempted incomes below 750 per annum the Assessors are not at all inclined to follow the instruction of government. Now the Assessor,s belief like the belief of a small cause court Judge possesses irresistible force. It is superior to testimony, oral and documentary. If he now happens to believe that by a curious law of nature the incomes of the people who were assessed last year in the last class have now increased to 750 then the object of government will be— what gained, or defeated ? Here is the letter alluded to.

By one of the new Income Tax rule those who paid the tax of the lowest class are to be now exempted from it. How far this rule has been carried out in certain parts of Bengal may be guessed from some facts that have been lately brought to our notice. At Takee, a town in the 24 Purgunas, several of the inhabitants whose incomes vary from Rs 500 to 750 and who for the last two years were assessed accordingly, have this year been obliged to pay tax on incomes varying from 750 to 1000. This is plainly unjust and unreasonable and yet such is the case. We are further told that the application which were made to the Deputy Collector praying for the exemption to which they were by law entitled, were rejected in a quite unjustifiable manner. Judging from the self-interested nature of our Government we cannot persuade ourselves to believe that there were at all any cases of under assessment, Hence we can not avoid the conclusion that at the above-mentioned town, several, if not many of the inhabitants have been made to pay disproportionate to their incomes. Cases of exemption from the tax are few though we know that only a few enjoy incomes higher than 750 hundred a-year. We only pray that people be justly and reasonably taxed and not according to the caprices and whims of a Deputy Collector or Collector.

We hope the statements contained in the above letter are exaggerated, however we like to have more specific informations. Speaking of the Lieutenant governor's minute we can only say there was never a better one recorded. His Honor deserves our best thanks for the very able manner in which he has exposed the working of the income tax collectors. Mr Campbell had the reputation of being a friend of the Ryots, and in this minute he gives a conclusive proof of it. We doubt not after this minute the Board of Revenue and their subordinates will be more careful. We hope we will no more hear of income tax oppressions.

বিজ্ঞাপন।

আগামি অক্টবর মাস হইতে সম্বাদ পত্রের মাসুল কমিয়া আধ আনা হইবেক অতএব ইহা দ্বারা বি শেষ বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে আধ্ আনা দামের অধিক মূল্যের ষ্ট্যাম্প আমরা আর গ্রহণ করিব না।

সংবাদাবলী।

—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যশোহরের প্রথম মুনসেফ প্রসংশার সহিত কার্য্য করিবেন তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যে এই রূপ আকার দেখাইতেছেন। কিন্তু তৃতীয় মুনসেফের পূর্ব্বে যে দোষই থাকুক তিনিও ক্রমে যশঃস্বী হইতেছেন।

—পোষ্ট আফিসে এক খানি সারক্যুলার বাহির হইয়াছে যে, সম্বাদ পত্রের মাসুল অর্দ্ধ আনা হইলেও যদি কোন পত্র রিডাইরেক্টেড হয় তবে তাহার উপর চারি পয়সা মাসুল হইবে।

—ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই অসাধারণ জল বৃদ্ধির কথা শুনা যাইতেছে। কিন্তু গোহাটিতে মোটে বৃষ্টি হয় নাই।

—তির্ব্বৎ দেশের প্রান্তে অনেক গুলি গ্রামের উপর তুষার রাশি পড়ায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

—ভুপালের বেগম তাহার মুন্ত্রিকে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাহার প্রথম স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি এই দ্বিতীয় বার পাণি গ্রহণ করিলেন। ইহাকে তিনি রাজ্যের দ্বিতীয় মুন্ত্রি পদে অভিষেক করিয়াছেন, ২৪ হাজার টাকার জায়গির দিয়াছেন, খেলাত দিয়াছেন এবং মতামতআলমোহন উপাধি দিয়াছেন।

—আমরা সর্ব্বত্র হইতে কেবল, জল বৃদ্ধি, জল বৃদ্ধি শুনিতেছি। গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা প্রভৃতি দেশের মধ্যে সমুদয় প্রধান২ নদী জল পুর্ণ হইয়াছে। যশোহরে যে পরিমাণে জল বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে নিম্ন স্থল সমুদয় ভাসিয়া যাইবে। জলে ধানের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে। নদীর ধারস্থ জমির ধান সমুদয় জল মগ্ন হইয়া গিয়াছে। আউস ধান্যের এবার বৃষ্টিতে অনেক ক্ষতি করিয়াছে। আমন ধানের যেরূপ গতি তাহাতে তাহাও যে সুচারু পুর্ব্বক হয় তাহার অতি কম সম্ভব।

—এদেশে জ্বর ক্রমেই মারাত্মক হইতেছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে বিশেষ রূপ অনুরোধ করি যে, জ্বরের গতির উপর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকে এরূপ আজ্ঞা প্রচার করেন।

—লাহোরে একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারি দেড় মাসের বেতন পাওনা থাকে। তাহার টাকার অত্যন্ত খেঁকচা উপস্থিত হয় এবং সে সরকারি তহবিল হইতে ১২ টাকা ব্যয় করে, মনে সাব্যস্ত করে যে মাহিয়ানা পাইলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তাহার নামে তবিল তছরূপ চার্জ আইসে। জজ সাহেব চার্জ প্রস্তুত করিয়া জুরির দিগের মত জিজ্ঞাসা করেন এবং জুরিরা নট গিল্টি বলিয়াছেন।

—আমরা ডেকান হেরালড হইতে এই ভয়ানক হত্যা কাণ্ডটি উদ্ধৃত করিলাম। ভিকবন নামক একটি গ্রামে একটি হত্যা হয়। তাহাতে পোনর জন আসামী। মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ কালে তাহারা হত্যার এই রূপ বিবরণ বলিল। কুড়ি বৎসরের এক জন মাড়োয়ারি বিধবা

হয়। তাহার ভ্রতা নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একজন বৃদ্ধের স্ত্রীকে আনয়ন করিয়া তাহা কর্ত্তৃক গর্ভ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বিধবাটিকে ঔষধ খাওয়াইবার উদ্যোগ করে। ঔষধ প্রস্তুত হয় এবং তাহাকে খাওয়াইবার জন্য তাহাকে দেওয়া হয়, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, ইহাতে তাহার ভ্রাতা ও তাহার পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে তাহাকে জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। বিধবাটি ঔষধ পান করিয়া জল পান করিতে চাহে। কিন্তু কেহ তাহাকে জল দেয় না। সে বুকে হাটিয়া গিয়া একটি জলের পাত্র প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাহাকে একটি আন্ধারে কুটিরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাহার পর দিন প্রাতে বাটিতে তাহার দাহন করিবার উদ্যোগ হয় এবং তাহার ভ্রাতা এবং পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে তাহাকে সজীব অবস্থায় পোড়াইতে লইয়া চলিল। তাহাকে চিতার উপরে রাখিয়া আগুণ দিলে সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল এবং চিতারপর হইতে চিতার বাহিরে আসিয়া পড়িল। তাহার ভ্রাতা এবং অন্য আর এক জন লাটি দিয়া তাহাকে চিতার উপর ঠাসিয়া ধরিল এবং সে যে পর্য্যন্ত না পুড়িয়া গিয়াছিল সে পর্যন্ত তাহাকে ঠাসিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। এটি প্রকাশ না হয় এই নিমিত্তে তাহার ভ্রাতা গ্রাম্য চৌকিদারকে পাচ শত টাকা এবং গ্রাম্য অন্যান্য লোককেও বিস্তর টাকা দিয়াছিল।

—বনগ্রাম হইতে এক জন লিখিয়াছেন যে, এখানে বোটের পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নদীতে পাটনি খেয়া দিতেছে। কিন্তু সে লোকের উপর ভারি নিপীড়ন করিতেছে। সে গরুর পারানি দুই আনা এবং ঘোড়ার পারানি চারি আনা করিয়া লইতেছে।

—সম্প্রতি বন গ্রামের নিম্নে ইছামতি নদীতে বৎসর চারি পাঁচ বয়স্ক একটি বালক পড়িয়া যায় এবং স্রোতে তাহাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। ঘটনাটি অপরাহ্নে হওয়াতে, সেখানে আমলা ও মুক্তিয়ার প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত থাকেন। কিন্তু কাহার সাধ্য হয় না যে বালককে জল হইতে উদ্ধার করেন। তথায় চারি পাঁচ খানা নৌকাও জেলে উপস্থিত ছিল এবং তাহারাও কেহ অগ্রসর হইল না। বালকটি মরমর হইয়াছে, ইহার মধ্যে সেখানে বছর কুড়ি বয়সের এক জন মুচি উপস্থিত হইয়া বালকের জল মগ্ন অবস্থা দেখিয়া জলে ঝাপ দিয়া পড়িল এবং আপনার জীবন সংশয় করিয়া জলের স্রোত অত্যন্ত প্রবল বিধায় প্রায় অর্দ্ধ মাইল সাঁতার দিয়া বালকটির উদ্ধার করিল। মুচিকে বালকের পিতা এক টাকা ও এক খানা নুতন বস্ত্র পারিতোষিক দিয়াছে। মুচি আরো পুরুস্কারের যোগ্য।

—বন গ্রামের ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদারের বিরুদ্ধে আমরা এক খানি পত্র পাইয়াছি। পত্র খানি আমরা প্রকাশ করিলাম না এবং আমরা ভরসা করি বাবু শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন এ বিষয় অনুসন্ধান করিবেন।

সমালোচনা—'শক্তিশেল"।

শ্রীযুত বাবু যশোদা নন্দন সরকার এই গ্রন্থের প্রণেতা। আজি কালি বাঙ্গলা কাব্যের সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে কিন্তু সে গুলির অধিকাংশই এরূপ ভাষায় লিখিত যে সজ্জন গণের প্রায়ই পাঠের যোগ্য নহে। ভাষায় যত নুতন ২ রীতি ও নুতন নুতন শব্দ আনিত হয় ততই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু তাই বলিয়া অপ্রচলিত নিরবচ্ছিন্ন কঠিন শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে এরূপ কিছু কথা নাই। যশোদা বাবু ভাষার উন্নতি বিষয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং নিরবচ্ছিন্ন দুরূহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই।

এই কাব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে ভিন্ন২ সমাচার পত্রে এত আলোচনা হইয়াছে যে তাহার উল্লেখ করা দ্বিরুক্তি মাত্র। বিশেষতঃ কবিকীর্ত্তি লাভ গ্রন্থ কারের আশাও নহে। অভিনব রীতিতে কাব্য লেখাই গ্রন্থকারের ইচ্ছা, তাহা সম্যক না হউক অনেকটা সফল হইয়াছে আমাদের বাক্যের সমর্থন জন্য গ্রন্থ কারের নিজের কথা গুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"পাঠক মনে করিবেন না যে, আমাদের শক্তিশেল বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তবে, অন্য কেহ বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিতে এপর্য্যন্ত চেষ্টা করেন নাই, আমরা করিয়াছি মাত্র। আমরা ক্রিয়া সঙ্কোচাদি পরিত্যাগ করিয়াছি ও বিশুদ্ধ রীতির একান্ত অনুসারী হইয়াছি। তবে অক্ষমতা বশতই বল, বা প্রচলিত রীতির মায়া বশতই বল, 'মোর' 'সনে' প্রভৃতি দুই একটি অন্যায় কথাও স্থল বিশেষে লিখিয়া ফেলিয়াছি। আমরা যে এই করিয়াছি ইহাই পর্য্যাপ্ত। আমাদের ছাত্রেরা আমাদের অপেক্ষাও ভাল করিবার চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ আমরা কবিত্বের অভিমানী নহি। ছাত্র দিগকে বিশুদ্ধ রীতিতে কবিতা শিখাইবার নিমিত্ত আমরা এই কাব্য রচনা করিয়াছি।

আমরা মিত্রাক্ষরে লিখিয়াছি, সুতরাং অমিত্রাক্ষরে যতির অবমাননা হয় বলিয়া যাঁহাদের সংস্কার আছে, তাহাদিগকেও অনুকুলিত করিয়াছি, সন্দেহ নাই। তবে, কবি হওয়া অদৃষ্টের কথা। পাঠক সে বিষয়ে আমাদিগকে কোন গালি দিলে আমরা কথাও কহিব না। যিনি আমাদিগের কবিতার ভাষা দোষ দেখাইয়া; তাহা শুদ্ধ করিয়া দিবেন, আমরা তাঁহাদিগের কথাই বিলক্ষণ ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিব।"

সরকার মহাশয় কবি কীর্ত্তি লাভের প্রার্থী না হইয়া স্বীয় মহত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ নম্রতা গুণের ভুষণ স্বরূপ, কিন্তু তথাপি তিনি যে কবি শক্তি শুন্য নহেন তাহাও তাহার গ্রন্থের অনেক স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে।

অপূর্ব্ব কারাবাস।

এই পুস্তক খানি অতি সুদৃশ্য উত্তম কাগজে প্রস্তুত, ১৪২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, কিন্তু মুদ্রা যন্ত্রাধ্যক্ষের প্রমাদ বশত উহার পত্রাঙ্ক প্রথম হইতে ১৭৫ পৃষ্ঠার পর পুনরায় ১৫৬ অঙ্কিত হওয়ার পর ১২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত দেখাইতেছে। মূল্য এক মুদ্রা, গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থ খানি ইতি মধ্যে সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া যেরূপ গ্রন্থকারের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহাতে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া উচিত ছিল, কারণ তাহা হইলে আমাদের তৃতীয় ব্যক্তি সম্বোধনে সাধুবাদ প্রদান করিতে হইত না, কিন্তু পুস্তকস্থ বিজ্ঞাপন দৃষ্টে বোধ হইতেছে প্রণেতার বিশুদ্ধ বিদ্যাসাগর সিঞ্চিত ইহাই প্রথম রত্ন, অগত্যা প্রথমোদ্যম বশতই হউক অথবা ইদানিন্তন গ্রন্থকার ও সম্পাদক মহাশয় দিগের দুর্দশা দর্শনেই হউক প্রণেতা আত্ম প্রকাশে সাহস না করিয়া অসীম সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থকার মহাশয় এতাদৃশ সজ্জন ও "মহৎ প্রকৃতি সম্পন্ন যে তিনি" সার ওয়াল্টার স্কটের, লেডি অফ দি-লেকের ছায়াবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন (না করিলে কে তাঁহার গুপ্ত কেশে রজ্জু প্রদান করিত) ইদানিন্তন গ্রন্থ কারগণ ইংরাজ কবী গণের ছায়া দূরে থাকুক, হস্ত পদাদিবিশিষ্ট সজীব কলেবর অবলম্বন করিয়াও স্বনামো পুরুষো ধন্য হয়েন কিন্তু ইনি তাদৃশ না হন ইনি শিবজীর অভিনেতার ন্যায় চপল স্বভাবাপন্ন বা তৎ পদবীস্থ লোক নহেন। সংযত চেতা মহোদয় গণের ন্যায় ইহার চিত্ত স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। শূন্য পাত্রেই অধিক শব্দ হয় এবং উটচ্চ মূল্যের পত্রে চেনা যায় ইহার পুস্তকের বিজ্ঞাপনটি যেরূপ সভায় ও বিনতি পুরঃসর লেখা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টি মাত্রই বোধ হয় যে পুস্তক খানি উৎকৃষ্ট হইবে বাস্তবিক ও তাহাই হইয়াছে। ইহাতে বীরাঙ্গনা চরিত্র, করুণরস, পবিত্র প্রাণ প্রভু ভক্তি, ভ্রাতৃ সৌহৃদ্য, ক্ষত্রিয় বীর্য্য, শঠতা এবং খলতা প্রভৃতি প্রত্যেকের প্রতি রূপ চিত্রিত হইয়াছে। নৈসর্গিক শোভা বর্ণনা স্থল গুলি এক নব পদ্ধত্যনুসারে সম্পাদিত হওয়ায় প্রণেতা সমধিক ধন্য বাদের পাত্র হইয়াছেন কিন্তু স্বভাব বর্ণনে স্থল বিশেষে পুনরুক্তি জনিত দোষ স্পর্শ করিয়াছে নতুবা শব্দ কাঠিন্য বর্জ্জিত শ্রুতি মধুর রচনা চাতুর্য্যে পুস্তক খানি প্রসাদ গুণের অবলম্বন স্থান হইয়াছে। যদিও প্রণেতা কোন২ স্থানে বঙ্কিম বাবুর অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিন্দার বিষয় নাই প্রত্যুত গুণ পনাই প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য মুকুর কারের ন্যায় রিপুর কার্য্য করত প্রতিষ্ঠা লাভাকাঙ্খা আমাদের সুধিত প্রণেতার অন্তরে ক্ষণ মাত্র স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। ইনি আদ্যোপান্ত স্বাধীন ভাবে লিখিয়াছেন বরং লিখন কালে প্রাচীন গ্রন্থকার গণের নিয়মাধীন হয়েন নাই, প্রকৃত ফুলটা গণকে সমাজ ভুক্ত করত পবিত্র ভাবে আনিয়া বর্ণনা করাই তাঁহার প্রাচীন নিয়মোল্লঙ্ঘনের উদ্দেশ্য, এতদ্ভিন্ন আমাদের গ্রন্থকার মহাশয় স্বঃতসিদ্ধ বলিয়া বড় একটা কর্ত্তার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন নাই, অর্থাৎ তাঁহার কর্ত্তৃকারক সন্নিবেশ এত বিরল অথবা সুদূর পরাহত যে এমত অনেক স্থলে দুই তিন পৃষ্ঠা পাঠান্তে ও কর্ত্তার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হওয়া ভার, যদিও কায় ক্লেশে হয় ত পুনরায় যে কয় পৃষ্ঠা পাঠ করিলে অর্থ সঙ্গতি করা নিতান্ত দুঃসাধ্য অপরন্তু পুস্তকের উপসংহার স্থানটি এত তাড়াতাড়ি হইয়াছে যে শেষটা কতিপয় পরিচয় ও সংঘটনাভাবে পাঠকের মনে অনেক ক্ষোভ থাকিয়া যায়। পুস্তক খানি যেরূপ কৌশলাবলম্বনে প্রথম হইতে রচিত হইয়াছিল তাহাতে কিরাত পতি ও চন্দ্র লেখাকে প্রাণে বিনষ্ট না করিয়া শেষ মিলন কালে তাহাদিগকে উপস্থিত করিলে বড় সুখের হইত। সুষেণের মাতৃ সমভিব্যাহারে স্বদেশ ত্যাগের পর, আর কোন পরিচয় না দিয়া একবারে অমর সিংহকে বংশ বিদ্ধ করত রাজ সভায় উপস্থিত করা ঠিক হয় নাই। জয় সিংহ ও অমর সিংহ ইহা দিগের পূর্ব্ব জীবনের ও পরিবার সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ছিল। বীর সেনেয় কন্যার সহিত যখন রাজের বিবাহের পূর্ব্ব সূত্রও পরিচয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। অমর সিংহকে পিঞ্জরে বদ্ধ করা তাহার শঠতার পরিমাণের শাস্তি নহে উহাকে সভা মণ্ডপে আনাইয়া উহার খর্ব্বতা ও দুরভিসন্ধির আনুপূর্ব্বিক তাবত কথা শ্রবণ করাইয়া এবং উহার নিজ মুখে স্বীকার করাইয়া দুষ্টকে আজীবন কোন শারীরিক দণ্ড বিধান করাই উচিত ছিল, এবং পরিশেষে অমর কেতনকে রাজা করিয়া সকলের বিবাহ কার্য্য সম্পাদনান্তে চন্দ্র কেতুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেই আমাদের মতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। যাহা হউক উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে গ্রন্থকার প্রথমোদ্যমেই যে পর্য্যন্ত পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ও এই সল্প কাল মধ্যে "অপূর্ব্ব কারাবাস" যে রূপ সাধারণ হৃদয় গ্রাহি হইয়াছে তাহাতে যে তাঁহার ভবিষ্যৎ পুস্তকাদি আরও উৎকৃষ্ট হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "এই আমার প্রথম, এই আমার শেষ" উহাকে তাহার শেষ করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইবার ত কোন কারণ দেখি না, ভরসা করি গ্রন্থ কারক মহাশয় অতঃপর স্বকীয় লেখনী ধারণ করত মাতৃ ভাষার উন্নতি বর্দ্ধনে যত্নবান হউন।

প্রেরিত।

বোয়ালিয়া।

কিছু কাল পূর্ব্বে রামপুর বোয়ালিয়ার রাস্তা গুলীন এত অবাধ্য ছিল তাহা বর্ণনাতীত কিন্তু আমাদিগের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কৃপায় প্রায় সমস্ত রাস্তার সংশোধন হইয়াছে কেবল কুমার পাড়ার রাস্তাটি তাহার নয়ন পথে পতিত হয় নাই। এই রাস্তাটি আজ কাল স্থানে২ এত কদর্য্য হইয়াছে যে একটি ক্ষুদ্র বালক অনায়াসেই পাকে ডুবিয়া থাকিতে পারে এই রাস্তাটিতে অনেকেই গমনাগমন করিয়া থাকেন ও এই রাস্তাটি বাজার ও স্নান করিতে যাইবার পথ এইটি যদ্যপি সংশোধন না করেন তবে লোকের আর কষ্টের সীমা থাকিবে না। আমি অত্রস্থ রোড ওভারসিয়রের মৌখিক শ্রুত হইলাম যে টাকার অকুলান হওয়াতে রাস্তাটি মেরামত হইল না। মহাশয়! কুমার পাড়া বাসীরা কি মিউনিসিপাল টেক্স গবর্ণমেণ্টকে দেয় না? আমি ভরসা করি যে অত্রস্থ সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট মেঃ কাছটেমারছ সাহেব এই রাস্তাটি ও কুমার পাড়া বাসী দিগের প্রতি এক বার কৃপা কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগের দুঃখ অপনয়ন করিবেন?

বোধ হয় আপনি অবগত আছেন যে বোয়ালিয়াতে বহু দিবস হইল একটি হিন্দু দিগের দ্বারায় ধর্ম্ম সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভাতে প্রায় পঞ্চাশ ষাটি হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে কিন্তু এত টাকা ব্যয় হইয়া গেল সাধারণের উপকার কি হইল তাহা ত কিছুই দেখিতেছি না। কেবল বৎসরে২ কতক গুলিন পণ্ডিত আসিয়া মিথ্যা ঝুলাইয়া মুটে২ অর্থ লইয়া প্রস্থান করেন, এই অর্থ গুলীন যদ্যপি কাঙ্গালী দুঃখিকে বিতরণ করা হইত, ডিসপেনসেরিতে ব্যয়িত হইত তাহা হইলে সাধারণে কত উপকৃত হইতেন।

বোয়ালিয়া নগরী বেশ্যালয়ে পরিপূর্ণ যেদিকে দৃষ্টি করা যায় সেই দিকেই বেশ্যা, পূর্ব্বে এখানে বেশ্যা দিগের একটি স্বতন্ত্র মহাল্লা ছিল কিন্তু এক্ষণে ভদ্র লোক দিগের বাসার নিকট আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সন্ধ্যা কালে তবলার চাটির জ্বালায় বাসায় ও রাস্তায় যাওয়া দুষ্কর। বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভা? বারাঙ্গনারা যাহাতে তাহাদিগের বিখ্যাত পল্লিতে যায় ও সুরেশ্বরীর পূজা যাহাতে নিবারণ হয় সে বিষয় যাত্নিক হও কেবল মোটা পেট ও নিক্কারামার উদর পুরণ করিলে তোমার গৌরব হইবে না?

সন ১২৭৮ সাল) বশংবদ।
৫ আগষ্ট) শ্রীঃ—

মহাভারত ও বর্দ্ধমানের মহারাজা।

মহাশয়।

বঙ্গবাসি গণের পারত্রিক মঙ্গলোদ্দেশ্যে গুণি গণাগ্রগণ্য মৃত বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয় স্বকীয় অসামান্য ব্যয় অধ্যবসায়, ও পরিশ্রম সহকারে মুমুক্ষু জনের এক মাত্র আশ্রয় স্বরূপ বিপুল মহাভারত গ্রন্থ সাধারণে অকাতরে বিতরণ করত গগণমণ্ডলে যে অতুল কীর্ত্তি প্রকাশ এবং পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, অধুনা তদ্দৃষ্টান্তানুকরণ প্রয়াসে আমাদের বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি পুর্ব্বোল্লিখিত মুল মহাভারত কল্প পাদপের ভাষারূপ ছায়া দানে, প্রত্যেক বঙ্গবাসীগণের হৃদয় সুশীতল করত চরমে পরম পদ প্রদান করিতে বিগত আট বৎসর হইতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। আমি এক জন তদ্গত ছায়াবালম্বী, কিন্তু মহাভারত যেরূপ বিপুল গ্রন্থ তাহা কলি কলুষিত জন গণের স্বল্প জন এই সংক্ষিপ্ত জীবিত কাল মধ্যে সম্যক পাঠ করিয়া চরমোপায় বিধান করা সহজেই অসম্ভব তখন মুলাধার গ্রন্থ তাহারি অনাটন, অপ্রাপ্তি অথবা প্রাপনে কাল বিলম্ব হইলে মোক্ষার্থির আর গৃহস্থাশ্রমে মুক্তি কোথায়? বাস্তবিক ভারত গ্রন্থই কলিযুগে হিন্দুগণের এক মাত্র পরিত্রাণ দায়ক, উহাতে যাদৃশ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এবং শান্তি সম্বন্ধীয় বিধান সমূহ অভিহিত হইয়াছে, শ্রদ্ধাবান হইয়া বিধানানুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই পরকালের পথ পরিস্কার করা হয়, কিন্তু মহাশয় আক্ষেপের বিষয় এই যে এতদ্বাক্য আমার নিকট এক্ষণে শ্রুত কথা ও উপকথা স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। বোধ হয় বা "মহাভারতে মুক্তির বিধান আছে" এবাক্যায় ইহা জানিয়াই অধঃস্থল দুএক পুরুষে অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদিতে ভারত প্রাপ্তির ভার দিয়া যাইতে হইল, নচেত মহারাজ এতাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া নিজ শুভ ব্রতো্দ্যাপনে এত কাল বিলম্ব করিবেন কেন? সিংহ মহোদয়ের তুলনা মহারাজের সহিত কোন অংশেই হইতে পারেনা, তথাপি তিনি এই শুভ কার্য্য আটবৎসরের মধ্য সমাপণ পুর্ব্বক অধিকাংশ বঙ্গবাসীর মক্ষোপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অধম তাহা হইতে বঞ্চিত যদিও মহারাজদত্ত প্রসাদে সঞ্চিত আশা লতা অঙ্কুরিত হইতেছিল কিন্তু তদীয় অসামান্য শৈথিল্য দর্শনে অঙ্কুরাবস্থাতেই আশালতা পরিশুষ্ক হইবার উপক্রম হইয়াছে রাজ দত্ত প্রসাদ লব্ধ হইবা মাত্র প্রথম যত আশা লতাকে অচিরাৎ ফলবতী করিব জ্ঞান করিয়াছিলাম কিন্তু সম্প্রতি সে আশা এক কালে তিরোহিত হইয়াছে, জানিনা মহারাজের মহাভারত প্রচার প্রারম্ভ কালীন প্রযত্নাতিশয্য অধুনা কি কারণে শিথিল হইতেছে, এবং কেনইবা আমাদিগকে আর অধিক কাল আশার অবশ্যম্ভাবী ফলাশায় আশ্বস্ত রাখিতেছেন। তিনি যখন এতাদৃশ মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন কি তাহা অসম্পূর্ণ রাখা তাঁহার পক্ষে (এক জন মহারাজের পক্ষে) শোভনীয় হয়? কদাচ নহে, তিনি যে মনে করিলেই সম্পন্ন করিতে পারেন। বিগত সন ১২৭১ শাল হইতে মহারাজের ভারত প্রচার আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত আট বৎসর কালে উদ্যোগ পর্ব্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে সপ্তম পর্ব্ব মাত্রে পরিনত হইয়াছে, এই কালের মধ্যে যে সিংহ মহোদয় সহস্র সহস্র সাংসারিক বিপদ জালে জড়ীভূত হইয়াও স্বকীয় দৃঢ়ব্রতোদ্যাপন করিয়াছেন অতএব আর কি মহারাজের মূদ্রা যন্ত্রকে বিরাম করিতে দেওয়া বিহিত হয়? অথবা তাহাতে পারিষদ, অনুচর এবং ভৃত্যগণ চিত্তবিনোদক "ব্যাঞ্জন রত্নাকর" পাকরাজ "সঙ্গীতসার ও হাতেম তাই," ইত্যাদি অপকৃষ্ট পুস্তকাদি মুদ্রিত করিয়া প্রকৃত কার্য্যে কাল বিলম্ব করা বিজ্ঞ যুক্তির অনুমোদিত হয়? কখনই নহে, অতএব উপসংহার স্থানে ভরসা করি মহারাজ যেন সম্বৎসর মধ্যে অবশিষ্ট একাদশ পর্ব্ব মুদ্রিত করিয়া ভারতের প্রকৃত একটি কার্য্য করত অসীম কীর্ত্তি কলাপ দিগন্তে সংস্থিত করেন,

কুমারহট্ট সমাজ) একান্ত বশম্বদ
১৫ আগষ্ট ১৮৭১।) গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কালনা।

১। কয়েক মাস গত হইল এখানকার পুলিসে খিড়কি দুয়ারে এক জন কনষ্টেবলকে হত্যা করিয়া ফেলিল, তাহার কিছুই হইলনা। তাহার কিছু দিন পরে মিউনিসিপাল আফিস পোষ্টের সদর দরজায় ক্ষেত্র দাস নামক জনৈক তাঁতির দোকান হইতে জ্যোৎস্নারাত্রে চারিটা বড় ২ চাবি ভাঙ্গিয়া বারশত টাকা মূল্যের কাপড় চুরি করিয়া লইয়া গেল, তাহারও কিছুই কিনারা হইল না। আবার সেই পোল বা মিটিতে২ পুলিসে শীর্ষ দেশ কদমতলায় প্রমদা সুন্দরী ও তাহার কন্যাকে হত্যা করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পোর প্রকাশ পাঠে অবগত হইলাম এক জন জলশিক কালনার নিকটে দস্যু দিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাদের চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া গিয়াছেন সম্পাদক মহাশয়, দেখুন দেখি, অতি অল্প সময়ের মধ্যে উপর্য্যুপরি এই সকল ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিলে দুর্ব্বল প্রজাদের মন কি রূপ ত্রাসিত হয়।

২। এখানকার টাউনকমিটির কার্য্য দেখিলে মৃত ব্যাক্তির ও হাস্য এবং ক্রোধের উদয় হয়। মেম্বরগণের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই বিদেশী। শুদ্ধ বিদেশী নয়, খুঁজিলে ইহাদের মধ্যে দুই এক জন "চেরা সই, যে মিলেনা এমন মনে করবেননা। তবে যে দুই একটি শিক্ষিত ভদ্র লোক আছেন তাহারাও নাম মাত্র, গাভিকেই চেয়ারম্যান বাবু যে প্রস্তাব করেন, প্রায় অধিকাংশ সভ্যই সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া "যে আজ্ঞা, এই বাক্যের শরণাপন্ন হন। আমাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য নয় যে সভাপতি মহাশয় প্রজার কোন অনিষ্ট করিবার মানসে এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তবে আমা দিগের দুরদৃষ্ট বশতঃ মধ্যে ২ কর্ম্মচারির দ্বারায় তিনি প্রতারিত হইয়া কম বৃদ্ধি বা অবস্থা ব্যয় করিতে বাধ্য হন। আমরা নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছি যে পুত্তলিকাবৎ মেম্বর গুলিকে বিদায় দিয়া, যাহারা সুশিক্ষিত ও স্বাধীন ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে সমর্থ তাহা দিগকে সভ্য পদে বরণ করুণ।

৩। সংপ্রতি আমাদের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের আয়োজন, অর্থাৎ মিউনিসিপাল টেকস বন্দোবস্ত হইতেছে শীঘ্রই পিণ্ড দান হইবে বোধ হয়। কমিসনার গণ এবার যে রূপ টেকস ধার্য্য করিতেছেন, তাহাতে যে গরিব প্রজারা যে রক্ষা পায় এমত বোধ হয় না। সভ্য মহাশয়েরা লোকের অবস্থা না দেখিয়া নিজ নিজ বিলাস গৃহে অবস্থান পুর্ব্বক টেকস বসাইতেছেন। আমরা সভাপতি মহাশয়কে বিনয়েরসহিত জানাইতেছি, তিনি এই বেলা পক্ষপাত বিহীন লোক দিগকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারায় বন্দোবস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করুন। নতুবা প্রজা দিগের মধ্যে বড়ই শোচনীয় হাহাকার উঠিবে।

৪। অনেকানেক নদীর স্থানে স্থানে বাঁধের দ্বারায় জল রাখিয়া মাছ ধরা প্রণালী আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু এই বাধের জন্য বৎসর বৎসর যে কত ভয়ঙ্কর অনিষ্ট উৎপাদন হয়, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ কেহ কখনই অনুসন্ধান করেননা। জমিদারেরা স্বীয় স্বীয় সীমান্তর্গত নদী সকল মৎস্য জিবী দিগকে জমা দিয়া থাকেন। মৎস্য জিবীগণ শীত কালের প্রারম্ভে মাছ ধরিবার জন্য নদীতে এরূপ দৃঢ় বাঁধ দেয়, যে জলের প্রবাহ আর কিছু মাত্র থাকে না। গতিকে ঐ বদ্ধ জল দুষিত হইয়া, তীর বাসী দিগের মধ্যে যে মারিভয় উৎপন্ন করে, তাহা সচরাচর দেখা যায়। দ্বিতীয়, বর্ষাকালে ঐ বাঁধের দরুন জলের গতিরোধ হওয়াতে জলরাশি উচ্ছলিত হইয়া চতুপার্শ্বস্থ জমির শস্য সকল একেবারে ধ্বংশ করে। কালনার নিকটে যে কয়েকটি বাঁধের দ্বারায় ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে, আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি জন্য, বাঁধের নাম, ও ক্ষতির পরিমাণ নিম্নে নির্দ্দেশ করিলাম।

নদী ও বাঁধের নাম

সর্ব্বমঙ্গলা নামক নদী ক্ষেত্র পুরের নীচে দুরমুজগাড়িয়ার বাঁধ, খাগড়া কুড়েরবাঁধ, নেকো বাদাইয়ের বান	যত পরিমান জমির শস্য এই সকল বাঁধের দ্বারায় নষ্ট হইয়াছে অন্যূনা প্রায় আশি হাজার বিঘ আমন শস্য পুর্ণ জমি নষ্ট হইয়াছে।
খড়িংজাছি নামক নদী ইহাতেঅনেক গুলি বান	ইহা দ্বারায় ও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

কালনা।) অনুগত
২০ আগষ্ট।) শ্রীঃ—

বিজ্ঞাপন।

এদেশে অন্যান্য কার বারি লোকের ন্যায় ছুতরের ভারি কষ্ট। আমরা ইহার নিবারণ নিমিত্ত এখানে একটি কাষ্ঠের কারখানা খুলিয়াছি ইহাতে উত্তম উত্তম মিস্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছে। আমরা অন্যত্র অপেক্ষা অতি সল্প ব্যয়ে অতি সল্প সময়ে উত্তম কার্য্যে যিনি যে রূপ অডর দিবেন প্রস্তুত করিয়া দিব। অডর বুঝিয়া দাদন দিতে হইবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র
গৌরনগর।

হমিওপেথী চিকিৎসা।

বাবু বেণিমাধব ঘোষ এই চিকিৎসা অমৃত বাজারে আরম্ভ করিয়াছেন। হমিও পেথী চিকিৎসার অন্যান্য গুণের মধ্যে ইহার নিকট অসাধ্য কোন রোগী নাই। ডাক্তার ও কবিরাজের পরিত্যাক্ত রোগ এই চিকিৎসাতে এক মাত্রা ঔষধ সেবনে অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে। বেণিবাবু অল্প কালের মধ্যে এখানে অনেক গুলি কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। বিক্রয় নিমিত্ত তাহার নিকট বিস্তর হমিও পেথী ঔষধ প্রস্তুত আছে। তিনি সুলভ মুল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন।

অমৃত বাজার

অবকাশরঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যাক্ত মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মুল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগবন্ধু ভদ্রের নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুবকইহার গ্রন্থকর্ত্ত

বিষয়বিক্রয়

নিম্ন লিখিত বিষয় খোস কোয়ালায় বিক্রয় অথবা দরপত্তনি বন্দ বস্ত করাযাইবেক

জেলা যশহরের অংস্তপাতি ডিহি সরূপপুরের মোতা লোক ডিহি কনেজ পুরের সামল মৌজে কাশিম পূর, সদর জমা ২০৭০০০ মপস্বাল হস্তবুদ ১৫২০ এই তালুকের রকম ৶৮ গণ্ডা আমার নিজ হিস্যা সদর জমা ৩৬৮ মপস্বাল হস্তবুদ ৬০৮ লেজ্য লভ্য ২৪০ টাকা আমার এই ২৪০ টাকা লভ্যের বিষয় আমি ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা নগত পাইলে খোস কোয়ালায় বিক্রয় করিব কিম্বা ১৮০০ এক হাজার টাকা ছেলামি পাইলে ৫০ টাকাসরঞ্জমি রাখিয়া দিয়া দর পত্তনি বন্দ বস্ত করিব এবিষয় কখন জরিপ জমান বন্দি হয় নাই তাহাতে ও আর এক ১০০ টাকা লভ্য হইতে পারে জাহার আবেশ্যক হয় নিম্ন স্বাক্ষরকরির নিকট পত্র কি লোক পাটাইবেন। সন১২৭৮ সাল—২৮শ্রাবন

শ্রীকৈলাস চন্দ্র মিত্র
গৌর নগর পোষ্টাপিস

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয়সংস্করণ। "ডাক্তর ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষ করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট "সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাস্কুল ।৶ আনা

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার।

গঙ্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায় এম.বি

কর্ত্তৃক নূতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ উত্তম ছাপা ও বাঁধা মূল্য ২৲ টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫খান একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০৲ টাকা ও ১৫৲ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন। কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানবিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসার নিকট আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব।

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার,
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর মামারক কাটি।

মৎ প্রনীত "ভুগোল বিদ্যাসার" নামক ভুগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নুতন এবং পুরাতন পৃথিবীর অবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমানিত হইতে পারে।

মূল্য ৸৶ আনা মাত্র।

ভবানিপুর জগুবাবুর বাজার }
সুলতান মিস্ত্রীর বারিক } শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ

ধর্ম্মও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রাকশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সংকলিত হইতেছে। মুল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ত্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মুল্য ।।০ আনা, ডাক মাশুল /০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিটি মনিঅডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেম কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণনগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশীপুর

বাবু দীননাথ সেন, গোহাটি

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহক গণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
যাম্মাসিক	৩	১।।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রতি সংখ্যা	।০	/০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
যাম্মাসিক	৪৸	১।।০
ত্রৈমাসিক	৩	২০

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার	৵০
ও ততোধিক বার	/০

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত।